মাল্টিমিডিয়া পাঠদানে খুলনা বিভাগের শীর্ষে মেহেরপুর

■ মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুরের দুটি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়েই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আবার অনেক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করেছে। তবে নির্দেশনার সীমিত ক্লাস নিয়েও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেয়ার দিক দিয়ে খুলনা বিভাগের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মেহেরপুর জেলা।

জানা গেছে, ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, স্ক্রিন, ইন্টারনেট মডেম, সাউন্ড বক্স এসব উপাদানের সমন্বয়ে একটি মাল্টিমিডিয়া পাঠদান কক্ষ প্রস্তুত করা হয়। আর এখানে বিভিন্ন ভিডিও ও গ্রাফিক্সের মাধ্যমে পাঠদান করানো হয় বলে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই বিষয়গুলো আত্মস্থ করতে পারে।

> ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, স্ক্রিন, ইন্টারনেট মডেম, সাউন্ড বক্স এসব উপাদানের সমন্বয়ে একটি মাল্টিমিডিয়া পাঠদান কক্ষ প্রস্তুত করা হয়

সম্প্রতি সরেজমিনে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে দেখা গেছে, প্রতি সপ্তাহে সাত থেকে আটটি ক্লাস নেয়া হয় মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে। তবে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে দুটি শিফটে ৪৯ জন শিক্ষকের পরিবর্তে মাত্র ২৪ জন থাকায় সাধারণ ক্লাস নিতেই হিমসিম খেতে হয় শিক্ষকদের। সেখানে ইচ্ছা থাকলেও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিতে পারেন না।

নবম শ্রেণির ছাত্র সাকিল মাহামুদ জানান, কোনো ছুটি না থাকলে সপ্তাহে ৩৪/৩৫টি ক্লাস হয়। সেক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস হয় মাত্র তিন থেকে চারটি। একই শ্রেণির হাসনাত আহমেদ ও সাইদুর রহমান জানান, যে বিষয়ের উপর মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেয়া হবে সেটি আগে থেকে পড়া থাকলে বুঝতে সুবিধা হয়। তাছাড়া এখানে ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে বোঝানো হয় বলে ক্লাসটা করতে ভালো লাগে। প্রতিটি ক্লাস মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে করতে পারলে ফলাফল আরো ভালো হতো।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা মাল্টিমিডিয়া পাঠদানে প্রথম স্থানে রয়েছে। শিক্ষকরা ক্লাস নেয়ার সময় এটুইআইয়ের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিক ক্লাসের বিভিন্ন ছবি তুলে আপলোড দিতে থাকে। তখনই আমরা বুঝতে পারি ক্লাস হচ্ছে। মেহেরপুরের শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখার জন্য গত সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে প্রতিটি স্কুলকে ঘন্টায় একটি করে অর্থাৎ দিনে অন্তত পাঁচ থেকে ছয়টি ক্লাস নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আশাকরি আগের থেকে মেহেরপুর এ বিষয়ে আরো ভালো এগিয়ে যাবে। মেহেরপুরের জেলা শিক্ষা অফিসার শাহিন আকতার জানান, ১৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪১টিতে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।